একগুচ্ছ কবিতা

সীমা সেন

নবীনের জাগরণ

জট উন্মোচনের পালা এসেছে আজ।
সবাই জাগো,
ধনী, দরিদ্র, রাজাপ্রজা, বৃদ্ধ, যুবক,
সকলেই জেগে উঠ।
দেখ বহিঃর্বিশ্ব আজ তোমাদেরই প্রতীক্ষায়।
সোনালী সূর্যকে আহ্বান করতে হবে,
ধেয়ে চল।
জড়তা কেন?
পথে কাঁটার ভয়?
ওযে তুচ্ছ!
হেরে যাবে?
ভয় নেই, হারবে আবার লড়বে,
তবুও জাগো।
হয়তো এ লড়াই–এ রক্তপাত হবে, লাশের বন্যা বইবে—
নিঃস্ব হবে, নির্বাক হবে অদৃষ্ট।
পরিশেষে আমরা গড়বো স্বাধীন বাংলা
অন্ধকার আর জঞ্জাল সরিয়ে বইবে
সম্ভাবনার নির্মল বাতাস।
তবুও জাগো।
তোমরা জান না, প্রবীণের দৃষ্টি আজ
আমাদের দিকে আবদ্ধ।
ক্ষুধিতেরা আজও ভিড় করে রাস্তায়, নারী দেয় লজ্জা বিসর্জন,
শূন্য হাঁড়ি উনুনে, শুধু সান্ত্বনার বহিঃপ্রকাশ।
হে নবীন, জেগে উঠ, বাংলাকে গড়ো আপন মহিমায়।

শপথ নাও

স্বাধীনতা, আলোকিত এক বিস্ময়,
কবির ভাষায় কবিত্ব অর্জন করেছে,
লেখকের ভাষায় লেখনী ধারণ করেছে,
সভা সেমিনারে বক্তৃতার ইন্ধন জুগিয়েছে
মিছিলে আলোড়ন তুলেছে।
প্রশ্ন জাগে মনে, স্বাধীনতা কি?
এ এক অনবদ্য নাম যার অন্তরালে রয়েছে
নিষ্পেষিত মানুষের কান্না, লাখ মায়েদের কান্না,
হাড্ডি মাংসল পিণ্ড,
লাখ শহীদের রক্তস্নাত বাংলাদেশ।
শিল্পীর আকণ্ঠ উচ্চারণ, নির্যাতনের গ্লানি,
মুক্তিসেনার গর্জন,
বৃদ্ধ পিতার পুত্র হারানোর বেদনা,
বুদ্ধিবৃত্তির হত্যা, এ এক একাত্ম সংগ্রাম।
এক হয়ে লড়বো—দৃপ্ত চেতনা।
কী দেয়নি স্বাধীনতা!
প্রাণের স্বাদ, নিঃশ্বাসের শক্তি,
মুক্ত বলাকার শান্তির বারতা,
মায়ের হাসি, একখণ্ড ভূমি সবই দিয়েছো তুমি।
শপথ নাও হে স্বাধীনতা,
আজীবন থাকবে এ বাংলায়
আর মানসচক্ষে ধারণ করবে
এই বিপন্ন বিস্ময় বাংলাদেশ।

ব্যঞ্জনার অন্ধকার

আমার রক্তের বোধগুলো কথা বলছে,
শুনছি আমি কিন্তু বলতে পারছি না।
ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ হচ্ছে,
তবুও আমি নির্বাক।
মুখের বাক্যগুলো রক্তের বোধ গ্রাস করছে,
তবুও আমি আজ অসহায়, নিরস্ত্র।
অসহায়ত্বের সুযোগে ওরা সেমিনার করছে,
বক্তব্য দিচ্ছে, এক একটি সংগঠন তৈরি করছে।
জীবনের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট মেলাচ্ছি
শব্দ হচ্ছে না।
আমার বাক্যগুলো ডাস্টবিনে আটকে আছে,
ছিদ্র নেই, বেরিয়ে আসবে কী করে?
তালাবদ্ধ আছে, তালা ভাঙবো কী করে?
আমার হাতে শৃঙ্খল, বোধহীন এক হাড্ডিশূন্য দেহ।
সমাজের পরিবর্তনে আমি অসার,
বড়ই অসহায়, ব্যঞ্জনার এই অন্ধকারের গলিতে।

সীমা সেন
২৮/১০/২০০৭
এরলাঙ্গেন, জার্মানী ।